দৈনিক সংবাদ

15

তারিখ 13 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সেশনজট কমেছে, খেলাধুলার অগ্রগতি ঘটেছে কিন্তু সমাধান হয়নি আবাসিক সমস্যার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১২ই আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলকভাবে সেশনজট অনেকটা কমে এসেছে। খেলাধুলায়ও অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫টি বিভাগের বিভিন্ন সেশনে প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আবাসিক ব্যবস্থা আছে মাত্র ন'শ' ছাত্রছাত্রীর। বাকি ছাত্রছাত্রীকে ক্যাম্পাস হতে ২৫ ও ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ থেকে এসে ক্লাস করতে হয়।

সেশন জট

বছরখানেক আগেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আড়াই বছরের সেশন জটে আটকে ছিল। তিনটি সেশনের ছাত্ররা একই বর্ষেও অবস্থান করছিল। এইচএসসি পরীক্ষা, ফলাফল প্রকাশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ক্লাস শুরুর আগেই এদেশের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে ১ বছর বা ১৫ মাসের সেশনজট নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রবেশ করেছিল। তারপর বিগত দিনে দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিবির ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠন, একজন অভিভাবক নিহত, সাবেক ভিসি আবদুল হামিদের পদত্যাগের কারণে সৃষ্ট আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীরা আড়াই বছরের সেশন জটে পতিত হয়। গত এক বছর পূর্বে উপাচার্য ডঃ আবদুল হামিদের অপসারণ এবং নতুন উপাচার্য হিসেবে প্রফেসার ইনাম উল হক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের ফলে একাডেমিক দিকে অনেকটা গতির সঞ্চার হয়। একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ, নিয়মিত পরীক্ষা নেয়ার নির্দেশ দেয়ায় আড়াই বছরের সেশনজট কমে এক বছরে এসে দাঁড়ায়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে আগামী এক বছরের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখা সম্ভব বলে উপাচার্য প্রফেসর ইনাম উল হক জানান। এ ব্যাপারে তিনি ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষক কর্মকর্তাদের সহযোগিতার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

উপাচার্য ইনাম উল হক মন্তব্য করেন।

আবাসিক সমস্যা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সমস্যা কাটেনি। চার হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আবাসিক তিনটি হলে থাকতে পারে মাত্র ন'শত' ছাত্রছাত্রী। বাকি তিন হাজার একশ' ছাত্রছাত্রী কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ কেউ বা গ্রামের মধ্যে লজিং থাকে। এবারও তিনটি বিভাগ (বিজ্ঞান অনুষদ) খোলা হয়েছে। প্রতি বিভাগে ৫৫ জনের স্থলে ৬৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। সেই সাথে কিন্তু কোন আবাসিক ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীর জন্য নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গাড়ি আছে মাত্র (তিনটি বড় ও একটি ছোট মিলে) চারটি। কর্তৃপক্ষ আরো ১৫টি গাড়ি ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু ২৫ ও ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ হতে নিয়মিত এসে ক্লাস করাও খুবই কঠিন। ছাত্রছাত্রীদের নতুন আবাসিক হল নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দ কম বিধায় হল নির্মিত হচ্ছে না। ওআইসি'র আর্থিক সহযোগিতায় চারশ' আসনবিশিষ্ট একটি আবাসিক হল নির্মাণের কথা শোনা গেলেও তা বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না বলে ছাত্রছাত্রীরা হতাশ।

খেলাধুলা

এক যুগের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবারই আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে রানার্সআপ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর আগেই একবার আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় অংশ নিলেও প্রথম পর্বেই খেলার যোগ্যতা হারায়। এখানকার শরীরচর্চা বিভাগও বেশিদিনের নয়। মাত্র ৮ মাস হলো শরীর চর্চা বিভাগের পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আগের তুলনায় খেলাধুলার বাজেট বরাদ্দ ৫ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। খেলোয়াড় কোটায় ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তি করায় বেশকিছু সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়ের সমাবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবারে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্সে (মহিলা) একজন খেলোয়াড় ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে। নিয়মিত আন্তঃবিভাগ ফুটবল, ভলিবল ও ক্রিকেট শেষ হয়েছে। তবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এখানে এখনও খেলোয়াড়দের ভিত গড়ে ওঠেনি তবে বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই এই বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলায় তার দৃঢ় অবস্থান সৃষ্টি করতে পারবে বলে